Vol. 8 | No. 2 | 1964

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন

Volume	8
Issue	2
Year	1964
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হরেন্দ্র চন্দ্র পাল
Published online	December 16, 1964
DOI	10.62328/sp.v8i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v8i2.3
Pages	69-86
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাঙ্‌লা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন

হরেন্দ্র চন্দ্র পাল

॥ ৭ ॥

ঃ ল ঃ

লওয়াজিমা—লাওয়াজিমা দ্রঃ।

লক—লখ দ্রঃ।

লক্‌কা—পুচ্ছ-বিশিষ্ট পায়রা। আ. লক্‌কা। লখ দ্রঃ। তুঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শা ঃ প্রধান অধ্যক্ষ বীরকৃষ্ণ বাবু লক্কাই লাট্টুর মত ঘুরে বেড়াচ্চেন।

লক্‌দ, লগ্‌দ, -ঈ—পদাতিক। ফা. লক্‌দ্‌, লকদ্‌—পদাঘাত, সামান্য ব্যক্তি। পাইক দ্রঃ। তুঃ আরোগ্য নিকেতন ঃ মহলের গোমস্তরা সকলে আসিয়া গিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে পাইক-লগ্দীও আসিয়া কাজে লাগিয়াছে।

লকব—উপাধি, চিহ্নিত-করণ। আ. লক্কব্‌—পদবী, ডাকনাম। তুঃ ত্রিপুরায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য ঃ উক্ত তারামোহন চৌধুরীকে খাস্ সেরেস্তার হেডক্লার্ক লকব দেওয়া যায়।

লখ, লক—ঘুড়ির লেজ বা সূতা। আ. লক্কা ঃ লক্‌কা দ্রঃ। তুঃ. হু. প্যাঁ. নক্‌শা ঃ ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে লকে কান কেটে গিয়েছিল। পুঃ চতুরঙ্গ ঃ যে ঘুড়ির লখ ছিঁড়িয়া গেছে তারই মতো এখনও হাওয়ায় ভাসিতেছে বটে, কিন্তু পাক খাইয়া পড়িল বলিয়া, আর দেরি নাই।

লগদ—লক্‌দ দ্রঃ।

লঙ্গর, নোঙ্গর, নঙ্গর—নৌকাকে স্থিরভাবে রাখিবার জন্য লৌহ-শিকল বিশেষ। ফা. লন্‌গর্‌। তুঃ পূ. ব. গীতিকা, ৩য়ঃ "বাও বাও" বলি দিল নাগেরায় বাড়ি। লঙ্গর তুলিয়া পরে ডিঙ্গা দিল ছাড়ি।

লচ্ছেদার—লজ্জৎ-দার দ্রঃ।

লজ্জৎ—স্বাদ, আনন্দ, সৌন্দর্য। আ. লধ্‌ধৎ (বা লজ্‌জৎ)।—দার, লচ্ছেদার—আনন্দদায়ক, রসপূর্ণ। দার দ্রঃ। তুঃ গড়-শ্রীখণ্ডঃ "কেন, আপনে আমাকে বিয়ে করবের চান কেন?" —"এমন লজ্জৎ আর দেখি নাই।" পুঃ কেরী সাহেবের মুন্সী ঃ ওর পুরানো অংশে অনেক লচ্ছেদার কেচ্ছা আছে কিন্তু সত্যি বলতে কি আমাদের মহাভারতের কাছে কেউ নয়।

লৎলৎ, লত্রালত্রা—ছিন্নভিন্ন। আ. লৎলৎ, লতহ লতহ, লত্রলত্র। তুঃ চোরটিকে মেরে লত্রালত্রা করে ছেড়ে দিয়েছে।

লপেটা—লবেদা দ্রঃ।

লফ্‌জ—লব্‌জ দ্রঃ।

লব—ঠোঁট, অধর, ধার, কিনারা। ফা. লব্‌ ঃ লবেজান দ্রঃ।

লব্‌জ্‌, লব্‌জ, লফ্‌জ—শব্দ, ভাষা, রীতি, অভ্যাস। আ. লফ্‌জ্ব -শব্দ, উচ্চারণ। তুঃ গড়-শ্রীখণ্ডঃ এখনও তাদের পরিবারে উর্দু—লব্‌জ চালু আছে।

লবান, লোবান—একপ্রকার গুগ্‌গুল বা সুগন্ধযুক্ত বৃক্ষনির্য্যাস বিশেষ। ফা. লুবান্‌।

লবাব—নবাব দ্রঃ।

লবেজান—বিরক্ত, ওষ্ঠাগত প্রাণ। ফা. লবে-জান্‌। লব ও জান দ্রঃ। তুঃ ঈশ্বর গুপ্ত, ইংরেজী নববর্ষঃ ঢলঢল ঢলঢল বাঁকা ভাব ধরে।

বিবিজান চলে যান লবেজান করে॥ পুঃ প্রা. ক. গান (রঘুনাথ দাস): শ্রী রঘু কহে নইলে বাছা ভেবে হবে লবেজান।

লবেদা, লবেদার, লপেটা—ফুলবাবু, পোষাক-পরিচ্ছদ-প্রিয়-ব্যক্তি ; এক প্রকার লম্বা ওভার কোট (over coat)। আ. লব্‌বাদ্‌—এক প্রকার পশমী-পোষাক পরিবেশনকারী ; লব্‌বাদহ, লবাদহ—ঐ পোষাক। তুঃ রাজকাহিনী : সেখানে আতর গোলাপ, হীরে জহরতের ছড়াছড়ি কোথাও …… আলনায় সাজানো কিংখাপের জামাজোড়া, রেশমী রুমাল, জরির লপেটা।

লস্কর—উপাধি বিশেষ, সৈন্য, সৈন্যদল। ফা. লশ্‌কর। তুঃ রাম-চন্দ্র খাঁ, মহাভারত : ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম লস্কর পদ্ধতি। মধুসূদন জনক জননী পুণ্যবতী ॥ পুঃ মৈ. গীতিকা : হাতীঘোড়া আছে আমার লোক-লস্কর। সবার ঠাকুরাইণ হৈয়া থাকবা আমার ঘর॥ অথবা, ছুটিখানের মহাভারত : লস্করী বিষয় পাইয়া মহামতি। সাম-দান-দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী॥

লহমা—মুহূর্ত, দৃষ্টির পলক। আ. লম্‌হঃহ্‌। তুঃ আ. ঘ. দুলাল : এক লহমাও স্থির থাকে না।

লা—ব্যতীত, না-অর্থ-সূচক শব্দ। আ. লা। তুঃ লাচার, লাখেরাজ, লা-ওয়ারিশ : লাচার, লাখেরাজ ও লা-ওয়ারিশ দ্রঃ।

লাওয়াজিম, জেমা—আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি। আ. লব্‌াজি.ম্‌। তুঃ ইসলাম প্রসঙ্গে : তাহলেই দেখা যায়—ধর্মের দিক দিয়ে, আচরণে ধর্মকে যারা অনুভব করছে তাদের দিক দিয়ে, বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার দিক দিয়ে, তার লওয়াজিমা যার যেমন দরকার তার দিক দিয়ে কোথাও কোন ফারাক দেখতে পাওয়া যায় না—আর নাইও।

লা-ওয়ারিশ —উত্তরাধিকারী বিহীন। আ. লা-ব্‌ারিছ্‌। ওয়ারিশ দ্রঃ। তুঃ রজনী : কেহ কেহ বলিল, হরেকৃষ্ণ লাওয়ারেশ নহে—কলিকাতায় তাহার কন্যা আছে।

লাকিন, লেকিন, লেকেন—কিন্তু। আ. লেকিন বা লীকন্। তুঃ লোকরহস্য ঃ হোবে—ডিকসন হতে পারে—লেকেন। পুঃ আনন্দমঠ ঃ ইষ্টির মত ঠাকিটে পাড়, লেগেন শাদি হইব না।

লাখরাজ, লাখেরাজ—করমুক্ত। আ. লা-খরাজ ঃ খিরাজ দ্রঃ। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ বাউন্ন পূরা জমি দিব লেখ্যা লাখেরাজ। দেওয়ানের কথায় তুমি কর এই কাজ॥

লাগাদি—নাগাদ দ্রঃ।

লাগাম—বল্গা। আ. লঘাম্। তুঃ রামচন্দ্র, ধর্মরাজের গীত ঃ যবন সোয়ার সাজে অসি চর্ম হাতে। হানা দিল সংগ্রামে লাগাম খেচে দাঁতে॥

লাগায়েৎ—নাগাদ দ্রঃ।

লাচার—অসহায়, বিত্তহীন। ফা. লা-চার্ ঃ চারা দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ লাচারে লাঠি ও বেগুন রাখিয়া কথা আরম্ভ করিল।

লাছ—লাশ দ্রঃ।

লাছ—নাহ দ্রঃ।

লাৎ, লাথ, লাথি—পদাঘাত। আ. লৎ - আঘাত। তুঃ কৃত্তিবাস ঃ সভামধ্যে বলিলাম হিত যে বচন। তেকারণে হইলাম লাথির ভাজন॥

লানৎ—অভিশাপ। -উল্লা—ভগবানের অভিশাপ। আ. ল'নৎ ঃ আল্লা দ্রঃ। তুঃ হারামনি (লালন) ঃ

পড়িলে আয়ুজবেল্লা—
দূরে যাবে লানতুল্লা।

লাফা—এক প্রকার বেগুন। আ. লুফ্ফাহ্ঃ। তুঃ মৈমনসিংহের প্রসিদ্ধ লাফা বেগুন।

লাফাঙ্গা—মদমত্ত, অকর্মন্য অহঙ্কারী ব্যক্তি। আ. লফন্গা। তুঃ

সমরেশ বসু, জোয়ার ভাটা : বাবুর গালাগালটা শুনে সেও ঠোঁট উল্টে বল্‌ল, শালা লুচ্চা লাফাঙ্গার দল।

লায়লা, লায়লি—রাত্রি ; সুফী কাব্যের প্রেমিকার নাম বা ঐ কাব্যের প্রেমাদর্শ মজনুন্ সাধিকা। আ. লয়ল্, লয়লা বা লয়লী। তুঃ নজরুল, সিন্ধু-হিন্দোল :

সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রাণী,
শেহেলী 'লায়লি' দিয়ে গেছে চুপে কুহেলি-মশারি টানি।

লায়েক—উপযুক্ত। আ. লাঈক্। তুঃ ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল : সনকার সহিত যুক্তি করে সদাগর। বিভার লায়েক হৈল পুত্র লখীন্দর॥

লাল—রক্তবর্ণ (বিশিষ্ট এক প্রকার মুক্তা)। আ. ল'ল্। -চে—ঈষৎ রক্তবর্ণ। ফা. ল'ল্-সা। সা দ্রঃ। তুঃ চার অধ্যায় : মুখের রং বাদামি, লালের আভাস দেওয়া। পুঃ নাগিনী কন্যার কাহিন : গাছে গাছে লালচে সবুজ কচি পাতা ধরেছে।

লাশ, লাস, লাছ—দেহ, মৃতদেহ। ফা. লাশ্—মৃতদেহ। তুঃ চাচা কাহিনী : দুজনাই ইয়া লাশ। পুঃ কৃষ্ণকান্তের উইল : রীতিমত সুরত-হাল ও লাস তদারক করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন।

লাহুৎ—দেবভাব। আ. লাহূৎ। তুঃ বাউল গান (রশীদ) : আধ্যাত্মিক জগতে রূপের উৎপত্তি। স্বরূপ সাগর সে দেশ লাহুতি॥ পুঃ যোগ কালন্দর : লাহুৎ মোকামে জান জিব্রাইল আছে। জরদ বর্ণ রূপ ছোয়ার তাউছে।

লিয়াকৎ—লেয়াকৎ দ্রঃ।

লিহাজ—লেহাজ দ্রঃ।

লুচ্চা—লোচ্চা দ্রঃ।

লুতা—লেপন কার্য, কর্দমসিক্ত। আ. লৌত্ব্। তুঃ বেলাশেষের গান (আখেরী) :

মিছের ঝুলে আকাশ জুড়ে জাল পড়ে যে জমছে কালি,
পুড়িয়ে দে তুই সেই লুতাজাল দুই হাতে দুই মশাল জ্বালি।

লেকিন, লেগেন—লাকিন দ্রঃ।

লেঙ্গা, লেংড়া—খোঁড়া, পঙ্গু। ফা. লন্গ্। তুঃ মৈ. গীতিকা: আগে পাছে বইছে লোক সভা যে করিয়া। প্রবেশ করিল লেঙ্‌রা ছেলাম জানাইয়া॥

লেজা, নেজা—বর্শা। ফা. নীজ.হ। তুঃ ভারতচন্দ্র: খড়্গ চর্ম লেজা তীর কামান খঞ্জর। পড়া-শুক লইলা হাতে সহিত পঞ্জর॥

লেপ—তুলায় পরিপূর্ণ গাত্রাবরণ। আ. লিঃহাফ্—শয্যাবরণ। তুঃ জামাই বারিক: একখানি খাটে গুটিকত লেপ পাতন। পুঃ পূ. ব. গীতিকা, ৩য়: কাড়ি নিলে লেপ আমার ভরা ছিল রুই। ফাড়া কাঁথা গায়ত দিয়া ঘরর কোনাৎ শুই॥

লেফাফা—খাম, পত্রাবরণ। আ. লিফাফহ। -দুরস্ত—বাহ্য-নিয়মানুগ। দুরস্ত দ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র, আত্মশক্তি: মা যেন এখানেও কতকগুলো ছাপ-মারা লেফাফার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া না থাকেন। পুঃ তাম্বূলোপহার: শরীর আত্মার লেফাফা মাত্র। যে কেবল শরীরের বেশভূষার প্রতি মনোযোগী তাহাকে আমি কেবল লেফাফাদুরস্ত ব্যক্তি বলি।

লেয়াকৎ, লিয়াকৎ—যোগ্যতা। আ. লিয়াকৎ। তুঃ পূ. ব. গীতিকা, ৩য়: ভালা লেয়াকৎ বেটার ভালা দিলমন। ষোল বছর বয়স হৈয়ে নতুন যৌবন।

লেহাজ, লিহাজ—শ্রদ্ধা, মনোযোগ। আ. লিঃহাজ্ব। তুঃ ইসলাম প্রসঙ্গ: আচার-টাচারের বেলায়ও অমনতরই একটু লেহাজ করে দেখলেই ইয়াদ পাকা হতে পারে।

লোঁদ—লোদ দ্রঃ।

লোকসান, নোকসান—ক্ষতি। আ. নুক্স্বান্। তুঃ আ. ঘ. দুলাল, সব জিনিসেতেই লোকশান বই লাভ নাই। পুঃ সীতারাম ঃ শুনিয়া কামার বলিল, "বেড়ি পায়ে থাকিবে কি? সরকারী বেড়ি নোকসান হইবে কেন?"

লোচ্চা, লুচ্চা, লুচ্চ—কামুক, বদমাইস। ফা. লূচ্—বক্রদৃষ্টি ব্যক্তি। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ পরেতে হৈল কিবা শুন দিয়া মন। লুচ্চা দুষমন কাজী কৈল বিড়ম্বন॥ পুঃ শ্রীরা. কথামৃত, ২য় ঃ আমি জানি, যেমন সাধু-রূপী নারায়ণ, তেমনি ছলরূপী নারায়ণ, লুচচরূপী নারায়ণ।

লোদ, লোঁদ—নদীর পাঁক, কর্দমাক্ত জল। আ. লৌধ্। তুঃ বাড়তির পথে বাঙ্গালী ঃ যে সকল বাঙ্গালী হাতের জোরে পুকুরের "লোঁদ" উঠাইতেছে, নর্দমা সাফ করিতেছে, বনজঙ্গল লোপাট করিয়া পল্লী কায়েম করিতেছে—।

লোবান—ধূপ জাতীয় সুগন্ধ দ্রব্য। আ. লূবান্। তুঃ নজরুল, জিঞ্জির ঃ

আতর লোবান ধূনাধূপে—
সয়লাব সব যাক ডুবে;
আঁখি-তারা হোক নিষ্পলক।

ঃ শ ঃ

শওয়াল—সওয়াল দ্রঃ।

শক্ত, সখ্ৎ—কঠিন, দৃঢ়। ফা. সখ্ৎ। তুঃ ধূপছায়া ঃ আপনার তখন জোর করে চলে আসাটা সখ্ৎ বে-আদবী।

শক্স, সক্স—নির্দিষ্ট ব্যক্তি, প্রেতাত্মা। আ. শখ্স্—ব্যক্তি। তুঃ রাত্রের অন্ধকারে সে একটি শক্স দেখে ভয় পেয়ে গেল।

শখ—সখ দ্রঃ।

শগল্লাথ—সকলাৎ দ্রঃ।

শতরঞ্চ,-ই, শৎরঞ্জি, সতরঞ্জী—দাবাখেলার পাট, কার্পেট। ফা. শত্‌রন্‌জ্‌। তুঃ মনসা বিজয়ঃ সতরঞ্চ চৌপাড় খেলায় শিশুসঙ্গে। দম্ভ করি আঠারো সতেরো ডাকে রঙ্গে ॥ পুঃ আ. ঘ. তুলালঃ একপাশে কয়েকজন শতরঞ্চ খেলিতেছে। অথবা, সুরধনী কাব্যঃ ফুলকাটা শতরঞ্চি গালিচা আসন। ঘটিবাটি লোটা থাল বিচিত্র বাসন ॥ আবার, শ্রীরা. কথামৃত, ২য়ঃ উঠানে সতরঞ্চি পাতা হইয়াছে, তাহার উপর চাদর।

শনাক্ত, সনাক্ত—চিহ্নিত করণ, পরিচিতি। ফা. শনাখ্‌তহ। তুঃ তারাশঙ্কর, যাত্নকরীঃ কিন্তু ধর‍্যা কি করবেন হুজুর, মন চুরির বামাল যে সনাক্ত হয় না।

শপ, সপ—লম্বা মাত্নর। আ. স্বফ্‌—সারিবদ্ধ (আসন)। তুঃ অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের জন্য শপ পাতা হয়েছে।

শফর—সফর দ্রঃ।

শব, সব—রাত্রি। ফা. শব্‌। —এ বরাৎ বা —এ রাত—একটি মুসলিম উৎসব, ভাগ্য নির্দেশক রাত্রি। ফা. শবে-বরাৎ। বরাত দ্রঃ। -ও রোজ—রাত্রিদিন। ফা. শব্‌ ব্‌রূজ.। রোজ দ্রঃ। তুঃ অন্নদামঙ্গলঃ দেখিতে না পাই কেবা করে ধুমধাম। সবো-রোজ হাঁকে হুমহাম খুমখাম ॥ পুঃ নজরুলঃ দখিনের হালকা হাওয়ায় আসল ভেসে সুদূর বরাতী। শবে-রাত আজ উজালা গো আঙ্গিনায় জ্বলল দীপালী ॥ অথবা, আ. ঘ. তুলালঃ রমজান ঈদ সোবেরাত আমার করা সার্থক।

শবনম—এক প্রকার মিহি কাপড়। ফা. শব্‌নম্‌—শিশির বিন্দু। তুঃ বেলাশেষের গান, চরকার আরতিঃ

রত্ন সবিতা তুমি ক্রোর-দাতা বঙ্গে,
আবরোঁয়া, শবনম, জামদানী, মসলিন,
স্বপ্নের কিংখাব নিয়ে এস সঙ্গে।

শমা, শামা, সমা—মোমবাতী, প্রদীপ। আ. শম্‌’অ। -দান—প্রদীপ

পাত্র। দান দ্রঃ। তুঃ ঘরে বাইরে ঃ এখনো আমার স্বামী···সন্ধ্যার সময়ে শামাদানে দিশি বাতি জ্বালিয়ে লেখাপড়া করেন। পুঃ মহানিশা ঃ ধীরার মৃদুমন্দ হাসিটুকু সামাদানের সম্মুখে বই খুলিয়া উপবিষ্ট নির্মলের চোখে ততোধিক মিষ্টতর ঠেকিতেছিল।

শমুর্দা, সমুদা—নির্দিষ্ট, চিহ্নিত, যাহা গণনা করা হইয়াছে। তুঃ কবিকঙ্কণ চণ্ডী ঃ শুনিয়া সরোষ পদ্মা দূতের বচনে। সমুদা মামুদা দানা করিল স্মরণে॥

শয়তান, সয়তান, সতান—প্রেতাত্মা, রাক্ষস, প্রবঞ্চক। আ. শইত্বান্। তুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ সয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরান। ঝুটমুট পড়ি মরে আগম পুরাণ॥ পুঃ মানিক দত্ত, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ঃ কালকেতু শয়তানের ঘোড়া। বিয়ানে খায় বেজি পোড়া॥ অথবা, পূ. ব. গীতিকা, ৩য় ঃ তান ইসারায় বাদসা হয় ফকির। সতান কখনো হয় সরিয়তের পীর॥ আবার, ঐ, ২য় ঃ দুষমন মদন সাধু সয়তানী করিল। বাপের ঘর হইতে মোরে হরিয়া আনিল॥

শর্ত, সর্ত—চুক্তি, ব্যবস্থা। আ. শর্ত্। তুঃ অপসরণ ঃ তোমার শর্তে কোনো মেয়ে কি রাজী হবে কোনো দিন?

শরবৎ, সরবৎ—মিষ্ট পানীয়। আ. শর্‌বৎ। তুঃ রবীন্দ্র, ছড়ার ছবি ঃ সেই খানেতে খাইয়ে দিল কাঁচা আমের শর্বৎ। পুঃ পূ. ব. গীতিকা, ৩য় ঃ দেও দেও বলি সরবৎ বাড়াইয়া লইল। একদমে সরবৎ সব খাইয়া ফেলিল॥

শরম—সরম দ্রঃ।

শরমিন্দা, সর্মিন্দা—লজ্জিত, লাজুক। ফা. শর্‌মিন্দহ। -গী—লজ্জা, তাচ্ছিল্য। ফা. শর্‌মিন্দগী। তুঃ পূ. ব. গীতিকা, ৩য় ঃ শরমিন্দা হইয়া তখন ভেলুয়া সোন্দরী। ছালাম জানাইল সাধুর দোন পায়ত ধরি॥ পুঃ নজরুল ঃ শারমেন্দিগী হবে হাশরের মাঝ।

শরা—শরিয়ৎ দ্রঃ।

শরা, শরাব—সরাব দ্রঃ।

শরিক, সরিক—অংশীদার। -আনা—অংশীদারী বা ভাগের অধিকার। আ. শরীক্; ফা. —আনহ। তুঃ রবীন্দ্র, পঞ্চভূত: এখন অকৃতী অক্ষমেরাও সংসারের খুব একটা বৃহৎ অংশের শরিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুলনীয়—শরিকানা মামলা: মামলা দ্রঃ।

শরিকৎ—সরিকৎ দ্রঃ।

শরিফ, সরিফ—পবিত্র, মান্য, গুণী। আ. শরীফ্। যেমন, কোরান শরীফ: কোরান দ্রঃ। তুঃ চাচা কাহিনী: আমাদের মহারাজের খানদান অতিশয় শরীফ। পুঃ সীতারাম: কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রায়সাহেব! আপনার মেজাজ শরীফ।"

আসরাফ, আচরফ—গুণী বা মান্য ব্যক্তি। আ. আশ্রাফ্—শরীফ-এর বহুবচন। আসরাফ দ্রঃ।

শরিয়ৎ, সরিয়ৎ—ধর্মবিষয়ক নিয়ম-কানুন। আ. শরী'অৎ। সরা দ্রঃ। বে-শরিয়ৎ বা বে-শরা—নিয়ম-বহির্ভূত। যেমন, বাউলদিগকে বে-শরা বা মারফতী বা বেদাতী ফকিরও বলে (বেদাতী দ্রঃ)। তুঃ পূ. ব. গীতিকা ৩য়: তান ইসারায় বাদশা হয় যে ফকির। সতান কখনো হয় সরিয়তের পীর॥ পুঃ বাউল গান (লালন):

শরিয়তের বুনিয়াদে,
পাবে না তো কোনো মতে।

অথবা, বা. প্রবাদ: বাইরে এলে শরার কাজী, ঘরে এলে ঘরের গাজী।

শলক, শল্খে—সল্খে দ্রঃ।

শলম, ছলম, শলুই—খোসা, ছাল, বল্কল। ফা. শলম্ (তুঃ সং শল্ক)। তুঃ মহানিশা: তবু তেজ দেখ না; শাপের শলুই কি না!

শল্লা, শলা—ছল্লা দ্রঃ।

শহর, সহর, সর—নগর। ফা. শহর্। তুঃ মা. গাঙ্গুলি, ধর্ম্মমঙ্গল ঃ সহর বাহির করে শিরে ঘোল ঢেল্যা। পুঃ পূ. ব. গীতিকা, ৩য় ঃ নানান জাগা ঘুইরা আইলা গৌড়ের সরে। গিয়াসুদ্দীন মিয়া যথায় রাজত্বি করে॥ অথবা, নৌকাডুবি ঃ বর্ষাঋতুটা মোটের উপর শহুরে মনুষ্য সমাজের পক্ষে তেমন সুখ কর নহে।

শহরৎ—শোহরৎ দ্রঃ।

শহাদৎ, শাহাদৎ—প্রমাণ, সাক্ষ্য, ধর্মের জন্য জীবনদান। আ. শহাদৎ। তুঃ সৈ. হামজা, আমীর হামজা, ২য় ঃ করিনু শায়েরি পুথি আখেরি কেচ্ছার। লেখা গেল শাহাদৎ আমীর-হামজার॥

শহীদ, সহিদ—সাক্ষী, যে ধর্মের জন্য জীবন দেয়। আ. শহীদ্। —আন—ভগবৎ-উদ্দেশ্যে জীবনদানকারীগণ। -আন দ্রঃ। তুঃ নজরুল ইসলাম ঃ ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি। পুঃ ঐ, অগ্নিবীণা ঃ

লাল-পল্টন মোরা সাচচা,
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর-বাচচা।

শা—শাহ দ্রঃ।

শাইর—শারি দ্রঃ।

শাকোয়া—সাকু দ্রঃ।

শাগরেদ, সাগরেদ, সাকরিদ—শিষ্য, শিক্ষানবিশ। ফা. শাগির্দ্। তুঃ পূ. ব. গীতিকা, ২য় ঃ সাকরিদ হইল বাহু নাই, ওস্তাদ কানু কোচ। মানুষ গরু কেউ মানে না ফুলাইয়া ফিরে মোছ॥ পুঃ অপসরণ ঃ "কমরেড কুণ্ডু, এ কি খবর ?" —তাকে ঘেরাও করে তার সাগরেদেরা। অথবা, শরৎচন্দ্র, চিঠিপত্র ঃ এও যে রীতিমত সাকরেদি করে শিখতে হয়, এ ধারণাও নেই। আবার, ঐ, শেষপ্রশ্ন ঃ আপনার সাগরেদি করলেও পারব না ?

বা, পূ. ব. গীতিকা, ৩য় ঃ কোথাকারে গেল খলিফা বানাইয়া সাকরিত। সে কারণে গাই আমি রাজচন্দ্রের গীত॥

শাটিন—সাটিন।

শাদা—সাদা।

শাদী, সাদি—আনন্দ, আনন্দানুষ্ঠান, মুসলিম-বিবাহ। ফা. শাদী। তুঃ তারাশঙ্কর, ইমারত ঃ শাদি নিকা কর। পুঃ মৈ. গীতিকা ঃ সাদি কইরাছ তুমি গেছে ছয়মাস। নজর মরেচা রইচে তোমার অপরকাশ॥ অথবা, শাবিরিদ খান, রসুল বিজয় ঃ রাজপুত্র অমাত্য উজির মন্ত্রী আদি। প্রতি ঘরে ঘরে সবে করিলেন্ত সাদি॥

শান—শ্রদ্ধা, জ্যোতি। আ. শান্। তুঃ রিক্তের বেদন ঃ সে ময়লা কাপড় ছেড়ে খুব আমিরানা শানের জামা জোড়া পরে আসে।

শান্‌কি—সানক দ্রঃ।

শানাই—সানাই দ্রঃ।

শাবাশ—সাবাশ দ্রঃ।

শাবুদ—সাবুৎ দ্রঃ।

শাম, সাম—সন্ধ্যা। ফা. শাম্। সুবো-শাম—সকাল-সন্ধ্যা। আ. স্বুবঃহ ব্ শাম্। সুবো দ্রঃ। তুঃ পূ. ব. গীতিকা, ২য় ঃ সাম গুঞ্জরিয়া যায় রবি পাটে বসে। উইড়াছে ডিঙ্গার পাল লীলুয়ারী বাতাসে॥

শামলা, সামলা—পাগড়ির সহিত জড়িত লম্বা পুচ্ছ বিশেষ। আ. শম্‌লহ। তুঃ কমলাকান্তের দপ্তর ঃ কমলাকান্ত শামলা গাইয়ের দিকে না চাহিয়া উকিলের শামলার প্রতি চাহিল।

শামা—শমা দ্রঃ।

শামিয়ানা, সামিয়ানা, সায়মানা, সামেয়ানা—তাম্বু-আচ্ছাদন, চাঁদোয়া। ফা. শামিয়ানহ। তুঃ লক্ষ্মণ, মহাভারত ঃ খাটায়াছে বহুশত তাম্বু শামিয়ানা। বস্যাছে বেত্রাসনে বড় বড় জনা। পুঃ রা. বাড়ুয্যা, ধর্মরাজের গীত ঃ

প্রাঙ্গনে পুতি খুটা মানিক-হেম-পাটা
উপরে দিল সায়মানা।

অথবা, আ. ঘ. দুলাল : সামেয়ানা ফরফর—তাতে তালি বহুতর।

শামিল—সামিল দ্রঃ।

শায়ের—সাএর দ্রঃ।

শায়েস্তা, সায়েস্তা, শেস্ত—উপযুক্ত, সংযমিত, ভদ্র। ফা. শায়িস্তহ। উপযুক্ত। তুঃ রবীন্দ্র, শান্তিনিকেতন (সাধন) : শরীরের হাত পা চাহনি হাসি সমাজের প্রয়োজন অনুসারে শায়েস্তা হয়ে এসেছে। পুঃ আ. ঘ. দুলাল : কেতনা শেস্ত তা জবানীতে বলা যায় না।

শারি—সারি দ্রঃ।

শাল, সাল—পশমী চাদর। ফা. শাল্। দোশালা দ্রঃ। তুঃ শ্রীচৈতন্য মঙ্গল :

ঠাকুর হইয়া পুন তার ভাল নাহি মান,
অবিচারে তারে দেহ শাল।

পুঃ পূ. ব. গীতিকা, ৩য় : কাশ্মিরী শালের কোট পিনূনে চিকন ধুতি। পায়ের মাঝে দিয়ে লাগাই ভালা চীনার জুতি॥ অথবা, ফৈজুল্লা, বুড়া জোগি পাইলে চোপাড়ে ভাঙ্গে গাল। গাভুর জোগি পাইলে তুলিয়া দেন সাল॥

শালিগম—সালগম দ্রঃ।

শালু—সালু দ্রঃ।

শালোয়ার—(মেয়েদের ব্যবহৃত) পাজামা। ফা. শল্‌বার্। তুঃ বিমল মিত্র, জেনানা সংবাদ : কখনও পরতো শাড়ী, কখনও শেরোয়ানী, কখনও সালোয়ার, কখনও পরতো চৌদ্দ হাত মাদ্রাজী শাড়ী, কাছা কোঁচা দিয়ে, আবার কখনও পরতো স্রেফ ব্রিচেস আর নেকটাই-এর সঙ্গে ট্রাউজার শার্ট। পুঃ মরুতীর্থ হিংলাজ ; পরণে তাঁর ছিট কাপড়ের সালোয়ার, সাদা

কাপড়ের পাঞ্জাবি এবং তার উপর একখানি ছাতার কাপড় দিয়ে মুখ মাথা বুক আবৃত।

শাহ, শাহা, সাহ, সা, শা—রাজা। -জাদা—রাজপুত্র। জাদা দ্রঃ। -ন শাহ, শাহিনশা—রাজাধিরাজ, সম্রাট। ফা. শাহ; শাহিন্‌শাহ বা শাহে-শাহান্। তুঃ আ. ঘ. দুলালঃ তাহারা বিলাতে অতি সামান্য লোক, কিন্তু কুঠীতে শাজাদার চালে চলে। পুঃ রবীন্দ্র, রাজর্ষি ঃ হাত তুলিয়া বলিলেন, "শাহেনশা-র জয় হউক।"

শাহাদৎ—শহাদৎ।

শাহানাই—সানাই দ্রঃ।

শাহিনশা—শাহ দ্রঃ।

শিক, শীক—লৌহ শলাকা। আ. শীখ্। —কাবাব—শিকে পোড়া মাংস। কাবাব দ্রঃ। তুঃ তারাশঙ্কর, ইমারতঃ মন্দিরের গাঁথনি শেষ করে জনাব দাঁড়াল মাথায় কলস বসাবার শিকটা ধরে।

শিকদার, সিকদার—উপাধি বিশেষ, খাজনা সংগ্রাহক। ফা. শিক্‌দার্ তুঃ শ্রীচৈ. ভাগবত, আদিঃ কেহো বা ধরিয়া লয় শিকদার স্থানে। লৈয়া যায় মহাক্রোধে ধরিয়া দেয়ানে। পুঃ শ্রীচৈ. চরিতামৃত, মধ্যঃ বিপ্র কহে পাঠান তোমার পাৎসার দোহাই। চল তুমি আমি শিকদার পাশ যাই॥

শিকস্তা—শেকেস্তা দ্রঃ।

শিকায়ৎ, শিকায়েৎ, সেকায়েৎ—নালিশ, দোষারোপ। ফা. শিকায়েৎ তুঃ সৈ. হামজা, হা. তা. কেচ্ছা ঃ পুথি ছাড়া সেকাএত করে যে আমার হামজা বলে আকবতে হবে গোনাগার॥ পুঃ সতুবদ্যির উপাখ্যান ঃ তার হয়েছে টি. বি. কা সিকায়েত।

শিকার—মৃগয়া, বধ্যপ্রাণী। ফা. শিকার্। তুঃ মৈ. গীতিকাঃ বিস্তর জানিলাম আমি শিকারের ফন্দি। একেবারে শতেক কোড়া করি আমি বন্দি॥

শিতাব, শিতাব,-ই—সত্বর। ফা. শিতাব; -ঈ। তুঃ মা. চ. রাজার গানঃ সিতাব করি ভজে হাড়ির চরণ। ঐ গুরু ভজিলে না হবে মরণ॥ পুঃ পূ. ব. গীতিকা, ২য়ঃ তার পরেত কই না শুন কোন কাম করে। শীতাবী চলিয়া গেল শয়ন মন্দিরে॥

শিনা—সিনা দ্রঃ।

শিয়া, সিয়া—একটি মুসলিম ধর্মসম্প্রদায় বিশেষ, চতুর্থ খলিফা হজরৎ আলীর অনুসরণকারী সম্প্রদায়। আ. শী'অহ্—সম্প্রদায়, শ্রেণী, পৃথক্কৃত। যেমন, ইসলাম ধর্মের শিয়া ও সুন্নী এই দুই প্রধান সম্প্রদায়।

শিরকস্তা, সেরকস্তা—যে কৃষক নিজেই তাহার জমি কর্ষণ করে। ফা. সর্-কশ্‌তহ্ঃ খোদ-কস্তা দ্রঃ।

শিরনি—সিন্নি দ্রঃ।

শিরপা, শিরোপা—(সম্পূর্ণ পরিতুষ্টির মূল্য স্বরূপ) পুরস্কার। ফা. সর্‌ ব্‌পা, সরাপা—সম্পূর্ণভাবে। তুঃ কৃত্তিবাসঃ মায়াসীতা দিল ইন্দ্রজিতের গোচর। শিরোপা বিদ্যুৎজিহ্ব পাইল বিস্তর॥ পুঃ অন্নদামঙ্গলঃ সেফাহীর জমাদার মামুদ জাফর। জগন্নাথ শিরপা করিল যারপর॥

শিরপেচ—সরপেচ দ্রঃ।

শিরিষ—মজ্জা হইতে গৃহীত আঠার ন্যায় পদার্থ। ফা. সিরীশ্‌। যেমন, পালিশ করিবার জন্য ব্যবহৃত শিরিষ কাগজ।

শিরোপা—শিরপা দ্রঃ।

শিলী—সেলাহ দ্রঃ।

শিশা, শিষা, শিশি, শিষি—কাঁচের তৈয়ারী বোতল। শিষমহল—কাঁচদ্বারা প্রতিফলিত বাড়ী বা গৃহ। মহল দ্রঃ। ফা. শীশহ (তুর্কী শীশ্‌ বা ফুৎকার হইতে)-কাঁচ জাত দ্রব্য বিশেষ। তুঃ লীলাবতীঃ সই, আলমারির

ভিতর থেকে নুনের শিশিটা দে। পুঃ সুরধনী কাব্য : শিষ্ মসজিদের শোভা অতি মনোহর। অভ্র আবরিত তার সব কলেবর॥ অথবা, ব্যথার দান : এ যেন বাদশাহ-জাদার শীশ্ মহলের সুন্দরীদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা।

শীক—শিক।

শুকর, শোকর, শুক্‌কুর—কৃতজ্ঞতা। আ. শুক্‌র্। তুঃ তোহফা : সবর-শোকর প্রভু করে মোরে নান। এদোন প্রসাদে পাইমু দুই কূলে মান॥

শুবা, শুবে, শুভা—সন্দেহ। আ. শুবহ। তুঃ লালন-গীতিকা, মুরশিদকে মানিলে খোদার মান্য হয়। শুভা যদি হয় কাহারো কেতাব দেখলে মিটে যায়॥

শুমার—সুমার দ্রঃ।

শুরু, সুরু—আরম্ভ, সূচনা। আ. শুরু'। তুঃ পূ. ব. গীতিকা, ৩য় : ক্ষণিক পরে হৈল তথায় বাজি খেলার সুরু। ওরে আচমানে হাবুই ছাড়ে জমিনে তুম্বুরু॥

শুরুয়া, সুরুআ—এক প্রকার পানীয়। ফা. শূর্‌বা। তুঃ জোড়াসাঁকোর ধারে : সেই সুরুয়া খেতে খেতেই দেখুন চেহারা কি রকম বদলে গেল।

শেকেস্তা, সেকস্তা—ভাঙ্গা, দুর্বল, অনুতপ্ত। ফা. শিকস্তহ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল : কাচড়াপাড়ার রামহরিবাবু সেকস্তা আদমী।

শেখ, সেখ, সেক—মুসলিম ভদ্রলোক। আ. শইখ্—মান্য ব্যক্তি। -জাদা—ভদ্র মুসলিম যুবক। জাদা দ্রঃ। তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল : বড় বড় তাজী ঘোড়া করি নানা সাজ। সেখজাদা সবে চলে যেন গজরাজ॥ পুঃ রবীন্দ্র, শেষ ভিক্ষা : ঘোড়া যে কিনেছ তুমি দাও তার দাম। কহিল গোবিন্দ গুরু, 'শেখজী, সেলাম'॥

শের—সিংহ। ফা. শের্, শির্। তুঃ পূ. ব. গীতিকা, ২য়ঃ জইন্তার পাড়েতে দেওয়ান পালাইয়া যায়। শের মাফিক বাদশার ফৌজ পাছে পাছে ধায় রে॥

শেল—সেলাহ দ্রঃ।

শেলেদা—কর্মনিষ্ঠ, শক্তিশালী। আ. স্বলাঃহিয়ৎ -স্বস্থ। তুঃ তারাশঙ্কর, ব্যাঘ্রচর্ম ঃ হ্যাঁ, বাঘ। যাকে বলে শেলেদা বাঘ।

শেস্ত—শায়েস্তা দ্রঃ।

শেহা, সেহা—খাজনা আদায়ের রোজ-হিসাব। ফা. সিয়াহা। -নবিশ -খাজনা-হিসাব পরীক্ষক। নবিশ দ্রঃ। তুঃ কৃষ্ণকান্তের উইলঃ একপাশে রাশি রাশি দপ্তরে বাঁধা……বাকী জায়, শেহা, রোকড়—আর এক পাশে নায়েব, গোমস্তা……। পুঃ জীবনস্মৃতি ঃ কবিযশের পাকা সেহায় সেগুলি জমা হইতেছে বলিয়া নিশ্চয়ই অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া মনে মনে হিসাব মিলাইবার একটা চিন্তা ছিল।

শোকর—শুক্র দ্রঃ।

শোপর্দ, সোপর্দ, সপর্দহ ন্যস্ত, প্রদত্ত। ফা. সুপর্দহ। তুঃ নীলদর্পনঃ বেটাকে দুইবার ফৌজদারিতে সোপর্দ করা গিয়াছে।

শোয়াল—সওয়াল দ্রঃ।

শোর, সোর—হৈচৈ, গণ্ডগোল। ফা. শূর্। -গোল—চীৎকার, ব্যস্ততা গোল দ্রঃ। -সরাবৎ—হাঙ্গামা। সরাবৎ দ্রঃ। তুঃ পূ. ব. গীতিকা, ৩য় ঃ শোর করি আমি এখন ভাঙ্গিব যে পাড়া। মাবোন কি নাই তোব ওরে লক্ষ্মীছাড়া॥ পুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দরঃ নতুবা কি এত জোর। হামেশা হাঙ্গামা সোর॥ অথবা, পূ. ব. গীতিকা, ৪র্থঃ পরিচয় কথা কহি শুন বিবরণ। সোর-গোল না করিও যত সভাজন॥ আবার, রবীন্দ্র, গোড়ায় গলদ ঃ এর জন্যে এত শোর-সরাবৎ লোক-লস্করের দরকার কী?

শোরা, সোরা—বারুদের উপকরণ বিশেষ। ফা. শূরহ্। তুঃ সাঃ বিঃ গোলামঃ ইংরেজ আমলে ভূমিপতি চৌধুরী পেয়েছেন নুনের সোরার বেনিয়ানি।

শোহন্-আল্লা—সুবানাল্লা দ্রঃ।

শোহরৎ, সোহরৎ, সহরৎ, সোরৎ—খ্যাতি, মিথ্যা প্রচার। আ. শুহরৎ—প্রচার। তুঃ ইন্দিরাঃ এ ডাকাতির এখনই শোহরৎ হইবে—তোমার মত রাঙ্গা মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখিলেই আমাদের ধরিবে। পুঃ জামাই বারিকঃ দেশে সোরৎ হলো কামিনী ময়না বুড়োর সঙ্গে বের‍্য়ে গিয়েছে। অথবা, হু. প্যাঁ. নক্শাঃ সহরে সোরোত উঠলো এবার বদ্দিনাথের বদলে রাজা নরসিংহের বাগানে "রামলীলা।"

শৌখিন, সৌখিন, সখিন, সওকিন—আমোদে, আহ্লাদপ্রিয়। আ. শৌকীন্। সখ দ্রঃ। তুঃ বউঠাকুরানীর হাটঃ এদিকে আবার সীতারাম লোকটি শৌখিন, আমোদপ্রমোদটি নহিলে তাহার চলে না। পুঃ জোড়াসাঁকোর ধারেঃ বৈঠকখানার শখের-দল সৌখিনতার চূড়ান্ত।